দৈনিক খবর

তারিখ ..০৪ MAY 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ২ ...

22

২৬

প্রসঙ্গ ঃ পরীক্ষায় দুর্নীতি

দেশে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির দৌরাত্ম্য কি মারাত্মক পর্যায়ে পৌছেছে, বাবুগঞ্জ উপজেলার সাবেক নির্বাহী কর্মকর্তার পুত্রদ্বয়কে যশোর বোর্ডের পরীক্ষায় পরিকল্পিতভাবে অসদুপায় অবলম্বনের দ্বারা যথাক্রমে প্রথম ও দশম স্থান অধিকারের সুযোগদানের ঘটনাটা উদঘাটিত হওয়ায় তারই একটা জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টে প্রকাশ, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে নিজ পুত্রদ্বয়কে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ও দশম স্থান অধিকারের সুযোগ করে দেয়ার দায়ে যশোর শিক্ষা বোর্ড বরিশালের বাবুগঞ্জের সাবেক ইউএনও, তার পরীক্ষার্থী দুই পুত্র এবং দুর্নীতির সহযোগী তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরের সুপারিশ করেছেন। এ ছাড়াও পরীক্ষার্থীদ্বয়ের পরীক্ষা বাতিল, দু'বছরের জন্য তাদের শিক্ষা বোর্ডের সমস্ত পরীক্ষা থেকে বিরত রাখা, সংশ্লিষ্ট তিন শিক্ষকের সরকারী বেতন অনুদান বন্ধ রাখাসহ চাকরি থেকে বরখাস্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে দেখা গেছে, খুলনার সেন্ট জোসেফ স্কুলের পরীক্ষার্থী হিসেবে উল্লেখিত ইউএনও'র পুত্র শাফিউল নাসির ভুয়া তথ্য সরবরাহ করে খুলনার পরিবর্তে বাবুগঞ্জে তার পিতার কর্মস্থলে কেন্দ্র পরিবর্তন করে। অথচ তাদের বাসা ও পরিবার ছিল খুলনা শহরে। তদন্তে আরো দেখা যায়, শাফিউলের ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র, বিজ্ঞান দ্বিতীয়পত্র, বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং ইসলাম ধর্ম শিক্ষার উত্তরপত্র বাড়ীতে বসে লেখা। ইংরেজী দুই পত্রের উত্তরপত্র তার পিতা পরীক্ষার পূর্বে কেন্দ্র সচিবের নিকট থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। দাখিলকৃত উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর ছিল ভুয়া। তদন্তকালে শাফিউলকে তার একটি উত্তরপত্র দেখে তা লিখতে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিন ঘন্টায় সে উত্তরপত্রের দুই-তৃতীয়াংশে লিখতে সক্ষম হয়। তার পিতা কেন্দ্র সচিবের নিকট থেকে ২০টি সাদা উত্তরপত্র নেন, যার ১৪টি ফেরৎ দেন। বাকী ৬টি উত্তরপত্র বাড়ীতে বসে লিখে সে দাখিল করেছিল। এ দুর্নীতিতে তিনজন শিক্ষক তাকে সহায়তা করে। শিক্ষা বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটি সূত্রে আরো উল্লেখ করা হয় যে, শাফিউলের বড় ভাই নাফিউল মজিদও একই প্রক্রিয়ায় দৌলতপুর বিএল কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের বদলে বাবুগঞ্জ উপজেলার রাকুদিয়া কেন্দ্র থেকে অসুস্থতার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে 'সিক বেড'-এ থেকে পরীক্ষা দেয়। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দিন শিক্ষা বোর্ডের উপ-কলেজ পরিদর্শক উপস্থিত থাকায় সে নির্ধারিত আসনে বসে পরীক্ষা দেয় এবং ঐ পত্রে মাত্র ৩৮ নম্বর পায়। তার অতীত পরীক্ষাসমূহের সঙ্গে ১৯৮৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল অসঙ্গতিপূর্ণ। তদন্তকালে রাকুদিয়া কলেজের কয়েকজন শিক্ষক লিখিতভাবে নাফিউলের পরীক্ষায় দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রমাণ দেন।

ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির যে সব সংবাদ সচরাচর কাগজে ছাপা হয়ে থাকে, উল্লিখিত দুর্নীতির ঘটনাটা তার মধ্যে যথেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে হলেও এরূপ জঘন্য অপরাধজনক ঘটনা দেশে অহরহই ঘটছে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। বরং এটাই এখন দেশের স্বাভাবিক নিয়মে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। ক্ষমতাবানরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে শুধু নিজেদেরই ভুড়ি মোটা করছেন না, অন্যদের হকও নষ্ট করছেন।

একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের দ্বারা দুই পুত্রের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করিয়ে নিজের অধীনস্থ এলাকায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা এবং নকলবাজির সুযোগ করে দিয়ে বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ও দশম স্থান অধিকারের ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম হন- তবে তার চেয়ে উচ্চতর পদাধিকারীরা আরও কত কি করতে পারেন তা চিন্তা করলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মাথায় চক্কর দেয়াই স্বাভাবিক। অস্বীকার করা যায় না যে, সকল ক্ষেত্রে না হলেও দেশে আজ ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির প্রসার অত্যন্ত অস্বাভাবিক পর্যায়ে পৌছে গেছে। কর্তৃপক্ষ যে সময় পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন বন্ধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা চাইছেন, ঠিক সে সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মতো অত্যন্ত দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তা নিজের পুত্রদের বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার ও জঘন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিতেও বিবেকের দংশন অনুভব করছেন না। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের মর্যাদার অধিকারী একজন ইউএনও যদি বিবেকের দরোজায় তালাচাবি মেরে এরূপ জঘন্য দুর্নীতির পংকে নেমে যেতে পারেন, তাহলে অন্যদের অবস্থান যে কোথায় তা চিন্তা করলে চোখে শুধু অন্ধকারই দেখতে হয়। পরীক্ষায় নকলবাজির ব্যাপারে একশ্রেণীর অসৎ শিক্ষকও যে সহযোগিতা করে আসছেন, উল্লেখিত ঘটনায় সেটাও প্রমাণিত হলো।

যশোর শিক্ষা বোর্ড এ ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করে পরীক্ষায় একটা বড় ধরনের দুর্নীতি উদঘাটনে সক্ষম হওয়ায় আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধে আরো কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্রিয় হবেন এটা অবশ্যই প্রত্যাশিত। পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনের সাথে জড়িত শিক্ষক, সরকারী কর্মকর্তা এবং বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ নকল সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কার্পণ্য করা হবে না, এটাই কাম্য।